দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 2 6 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় রাজনীতি প্রসঙ্গে

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দলীয় রাজনীতির আওতামুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এ লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রস্তাব প্রস্তুত করা হচ্ছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি দৈনিকের খবরে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানও স্বীকার করেছেন, শিক্ষক ও ছাত্রদের অবশ্যই দলীয় রাজনীতি মুক্ত থাকতে হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজনীতি থাকবে। এই রাজনীতির লক্ষ্য হবে শিক্ষার উন্নয়ন, গবেষণায় আকৃষ্ট করা এবং শিক্ষা পরিবেশের উন্নয়ন করা। এই সাথে ২০০৬ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার জন্য একটি স্ট্র্যাটেজি প্লান অনুমোদিত হতে যাচ্ছে। এটা মূলত ২০০৬ সালে বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা হয়েছিল বলে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা পত্রিকাটিকে জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দলীয় রাজনীতি করুক এটা কেউ চান না। আমরা বাস্তবায়নের জন্যই মঞ্জুরি কমিশনের কাছে এ ধরনের একটি প্রস্তাব চেয়েছি। উপদেষ্টা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবশ্যই রাজনীতিতে সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত। তবে কোন বিবেচনাতেই রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করা উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা না হলে ভবিষ্যৎ বংশধর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে বলেও উপদেষ্টা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

উন্নত জাতি গঠনে দক্ষ ও সৃজনশীল জনশক্তির প্রয়োজনেই শিক্ষাঙ্গন বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দলীয় রাজনীতি মুক্ত রাখা দরকার। ইতিপূর্বে দেশের বিভিন্ন মহল থেকে রাজনৈতিক নেতাদের এ ব্যাপারে নানাভাবে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, দলীয় রাজনীতির কারণেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। অতীতে ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা থাকলেও বর্তমানে ছাত্ররা দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি ছাড়া আর কিছুই করছে না। দলের অঙ্গ-সংগঠন হিসেবে মূল দলের কর্মসূচীই বাস্তবায়ন করছে। দলীয় নেতা-কর্মীদের স্বার্থরক্ষার্থে ভাঙচুরের মত ক্ষতিকর কাজেও ছাত্ররা অহরহ লিপ্ত হচ্ছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে হয়, বর্তমান ছাত্ররাজনীতি মূলত এক ধরনের ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। বিদ্যমান এই পরিস্থিতি নিয়ে গত ১০-১৫ বছর ধরে অনেক কথা বলা হয়েছে। দলীয় রাজনীতির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকা এবং নৈরাজ্য বহাল থাকা সত্ত্বেও শীর্ষ রাজনীতিকগণ নিশ্চিন্তে বসে থাকলেও নাগরিকদের উদ্বেগের অন্ত ছিল না কখনই। সম্প্রতি বিশেষজ্ঞ পরামর্শক সভার বক্তাগণ দলীয় ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করার পক্ষে সুস্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন। বাস্তবতার আলোকে রাজনীতি থেকে ছাত্রদের বাইরে রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ৪৩তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজউদ্দীন আহম্মেদ বলেন, 'ছাত্ররাজনীতির ক্ষতিকর দিকগুলোর বিপরীতে ব্যবস্থা নেয়ার এখনই সময়। একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য দরকার রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিকতা।' দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষালয়গুলোতে ছাত্র রাজনীতির যে কালো অধ্যায় শুরু হয়েছিল তার ধারাবাহিকতা এখন গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে গিলে খেতে চাচ্ছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হোস্টেলগুলোতে যে কোন বাহিনীর অভিযানের সময়ই যেসব অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাজনীতির নামে সেখানে সশস্ত্র ক্যাডার পোষা হয়। শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতি পুষ্ট হবার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এমন অভিযোগও রয়েছে যে, শিক্ষক থেকে শুরু করে ভীন, ভিসি নিয়োগ পর্যন্ত দলীয় বিবেচনায় হয়ে আসছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেসব অনাসৃষ্টি হচ্ছে তার প্রকৃত মাশুল গুণতে হচ্ছে সাধারণ ছাত্রদের। উল্লেখ্য, দেশে এখন এমন কয়েকটি মানসম্মত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যাদের ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, একটি দেশে যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলার প্রয়োজনে উচ্চশিক্ষাঙ্গন থেকে দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। ছাত্ররা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত না হতে পারলে বিশ্ব দরবারে এই জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। এ লক্ষ্য অর্জনে ছাত্রদের অধ্যয়ন ব্রতী হওয়া এবং তার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়া অত্যন্ত জরুরী। ভাল ছাত্র না হলে ভাল শিক্ষক, ভাল আমলা, ভাল পেশাজীবী অথবা ভাল রাজনীতিক কোনটাই হওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষাঙ্গনে যথাযথ পাঠদান সম্ভব না হলে দেশ একসময় এমনিতেই মেধাশূন্য হয়ে পড়বে। বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় দেশ পিছিয়ে পড়বে। জাতীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে জাতীয় স্বার্থ। দেশের শিক্ষাঙ্গন ও উচ্চ শিক্ষালয়গুলোর বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করেই ১৯৮৬ সালের মন্ত্রিসভায় সর্বপ্রথম ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। বিগত দুটি সরকারও ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার বলেছে। ২০০৫ সালে একটি দৈনিকে পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, জরিপে অংশগ্রহণকারীর শতকরা ৯২ ভাগই দলীয় ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে অভিমত দিয়েছে। ১৯৯২ সালের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন যা '৯৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে সেখানেও বর্তমান প্রেসিডেন্ট সে সময় সভাপতি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের দলীয় রাজনীতি মুক্ত হবার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। তাই এখন সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। অতীতের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু দলীয় ছাত্র রাজনীতি নয়, শিক্ষক রাজনীতিও নিষিদ্ধ করা অত্যাবশকীয় হয়ে উঠেছে। জাতীয় স্বার্থে এ ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, এটাই কাম্য।